R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৩৩২
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

স্কুল, কলেজ ও পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতা পত্র, ফরম এবং নানা ডিজাইনের বিয়ে, উপনয়ন ও অন্নপ্রাশনের কার্ড আমাদের কাছে পাবেন।

পণ্ডিত ষ্টেশনারস্
রঘুনাথগঞ্জ

৩১শ বর্ষ.
৪৯শ সংখ্যা।

রঘুনাথগঞ্জ ১১ই বৈশাখ বুধবার, ১৩৯২ সাল
২৪শে এপ্রিল, ১৯৮৫ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২্, ১৪্ সডাক

মহকুমায় তীব্র দাবদাহ, ২ হাজার টিউবওয়েল অকেজো, বসন্ত মহামারী রূপ নিয়েছে

বিশেষ সংবাদদাতা : একদিকে দুঃসহ খরা,, অন্যদিকে তীব্র জলকষ্ট জঙ্গিপুর মহকুমার গ্রামাঞ্চলের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। ৭টি ব্লকের বেশীর ভাগ গ্রামের প্রায় সহস্রাধিক টিউবওয়েল অকেজো হয়ে পড়ায় সর্বত্র দেখা দিয়েছে পানীয় জলের তীব্র সংকট। গ্রামের বেশীর ভাগ পুকুর খটখটে রৌদ্রে শুকিয়ে যাওয়ায় জমিতে সেচের জলের টান পড়েছে। এ পর্যন্ত এক ফোঁটা বৃষ্টিও বর্ষিত হয়নি মহকুমা তথা জেলার কোনখানে। আগামী সপ্তাহ খানেকের মধ্যে বর্ষণের কোনো সম্ভাবনা আছে বলে আবহাওয়া বিভাগ থেকেও আশ্বাসবাণী মেলেনি। এই দুঃসহ অবস্থায় গ্রামীণ জীবনযাত্রায় ভয়াবহ সংকট দেখা দিয়েছে। গ্রামে গ্রামে বসন্ত মহামারী রূপে ছড়িয়ে পড়েছে। মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা যায়, রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের কিছু এলাকায় বসন্ত রোগ দেখা দিয়েছে। সরকার থেকে এর জন্য কোন ওষুধ দেওয়া হয় না, তবে বসন্ত রোগের পূর্ব লক্ষণ জ্বর হাত পা ব্যথা অনুভব করলে এ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। মহকুমার মধ্যে সবচেয়ে সঙ্গীন অবস্থা সাগরদীঘি ব্লকের গ্রামগুলির। সেখানকার রুক্ষ মাটিতে জলস্তর নেমে যাওয়ায় বহু টিউবওয়েল অকেজো হয়ে গেছে। ব্লকের এক মুখপাত্র অকেজো টিউবওয়েলের সঠিক সংখ্যা জানাতে না পারলেও আনুমানিক হিসেবে তা প্রায় ২শোরও বেশী। একই অবস্থা রঘুনাথগঞ্জ—১, ২, সুতি ফরাক্কা ব্লক গুলিতে। পঞ্চায়েত ও ব্লক অফিসগুলিতে টিউবওয়েল সারানোর মত না আছে পয়সা কড়ি, না আছে পর্যাপ্ত মিস্ত্রী। তবে প্রতিটি ব্লক অফিস থেকে খরা পরিস্থিতি জানিয়ে জেলা শাসকের কাছে আর্থিক সাহায্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে পরিস্থিতি মোকাবিলায়। এদিকে জল সংকটের দরুণ গ্রামে গ্রামে বসন্ত রোগ মহামারী রূপে দেখা দিয়েছে। প্রায় ৩০-৩৫ শতাংশ মানুষ এই রোগের কবলে পড়েছেন। শহরগুলির অবস্থাও বর্ণনাতীত। তীব্র দাবদাহে বেলা বাড়ার সঙ্গে রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে পড়ছে। এই সঙ্গে যথারীতি লোডশেডিংও চলছে পাল্লা দিয়ে।

পরিবহণের অব্যবস্থায় যাত্রীরা নাজেহাল

বিশেষ সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-মুরারই রুট বাস পরিবহন ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়ায় হাজার হাজার যাত্রী নাজেহাল হয়ে পড়েছেন। অনিয়মিত বাস চলাচল এবং রুট থেকে নির্দ্দিষ্ট বাস খেয়ালখুশী মতন তুলে নেওয়ার ফলেই এই অব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। ওই রুটের একখানি বাস দীর্ঘ দিন ধরে শ্রমিক-মালিক বিরোধে বন্ধ। আর একটি অকেজো হয়ে রয়েছে দীর্ঘ মাসখানেক যাবৎ। সপ্তাহ খানেক আগে মাত্র একটি বাস 'জয়মা' ওই রুটে চলাচল করছিল। কয়েকদিন হল 'সেবক' নামক বাসটি চলাচল শুরু করেছে। মাত্র দুটি বাসে ওই রুটে হাজার হাজার যাত্রীর চলাচল কি দুঃসহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তা বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া বর্ণনা করা যাবে না। এছাড়াও ওই রুটে হর হামেশাই বাস তুলে নিয়ে রিজার্ভে খাটানো হচ্ছে। এর ফলে হাজার হাজার যাত্রীকে সইতে হচ্ছে বর্ণনাতীত দুর্ভোগ। বিস্ময়ের কথা সবচেয়ে বেশী যাত্রী সংখ্যা থাকা সত্ত্বেও ওই রুটে কোনো বাসই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ও সময় মেনে চলে না। এরফলে ভুগতে হচ্ছে সাধারণ যাত্রীদের। যাদের অধিকাংশই মহিলা ও শিশু।

কৃষি ফার্মগুলির দুর্নীতি তদন্তে এসে যুগ্ম কৃষি অধিকর্ত্তা ঘেরাও

ধুলিয়ান : সম্প্রতি পঃ বঙ্গের যুগ্ম কৃষি অধিকর্ত্তা বেলা ৯টার সময় সমসেরগঞ্জ ব্লক কৃষি ফার্ম পরিদর্শনে এলে স্থানীয় টি ইউ সি সি ইউনিয়নের ফার্মের শ্রমিকগণ কর্তৃক সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ঘেরাও হয়ে থাকেন। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে যে, সুতী-২ ও সমসেরগঞ্জ ফার্মের শ্রমিকগণ দীর্ঘ দিন যাবৎ নিয়মিত কাজের দাবী ও অন্যান্য সমস্যাদি নিয়ে আন্দোলন করে আসছিল। মহাকরণের নির্দ্দেশে নাকি যুগ্ম কৃষি অধিকর্ত্তা অভিযোগ সমূহের সত্যতা নিরূপণের জন্য এই ফার্মে আসেন। জেলা ও মহকুমা কৃষি বিভাগ, এই সরকারী কৃষি ফার্মগুলোকে দুর্নীতির আখড়া করে নিজেদের আখের গুছিয়ে চলেছেন। প্রকাশ থাকে যে, এই সমস্ত কৃষি ফার্ম গুলোতে ৭৫ বিঘা জমি আছে। কিন্তু তার অর্দ্ধেক পরিমাণ জমিতে চাষ আবাদ হয়না। এই ফার্মগুলোতে উন্নতমানের বীজ তৈরী হওয়ার কথা। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী সাধারণ জমিতে যে পরিমাণ উন্নতমানের উৎপাদন হয় সরকারী বীজ ফার্মগুলোতে তার অর্দ্ধেক ফসলও হয় না। এবং (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এজেণ্ট হাতে নাতে ধৃত

ফরাক্কা : গত ১ এপ্রিল ফরাক্কা থানার কেরোসিন ও চিনির এজেণ্ট বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতি ও অভিযোগের ভিত্তিতে জঙ্গিপুর মহকুমা খাদ্য সরবরাহ নিয়ামকের হাতে ধরা পড়েন বলে জানা গেছে; উক্ত এজেণ্ট দীর্ঘদিন যাবৎ দুর্নীতি করে আসছিলেন বলে অভিযোগ। এই থানার ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর ও রেশন ডিলারদের অভিযোগ, গত ২০ ও ২১ মার্চ উক্ত এজেণ্ট ক্যাশ মেমোতে (নং ১৬০১) পুরাতন রেটে রেশন ডিলারদের কেরোসিন তেল দিয়ে বাড়তি নূতন রেটে ব্যারেল প্রতি ৫২ টাকা করে প্রত্যেকের নিকট জোরপূর্ব্বক আদায় করেছেন। অথচ কন্ট্রোলারের গত ১৯-৩-৮৫ তারিখের ১০০৮ (৫) নং সার্কুলারে পুরাতন ষ্টকের জন্য বাড়তি টাকা না নিতে নির্দ্দেশ দেওয়া (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

শ্লীলতাহানির দায়ে ডাক্তার গ্রেপ্তার, বরখাস্ত

বিশেষ সংবাদদাতা : ব্যারেজ হাসপাতালে ভর্ত্তি এক রোগিনীর শ্লীলতাহানির ঘটনা নিয়ে ফরাক্কা বাঁধ উপনগরীতে রবিবার রাত্রে তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছে। অবস্থা সামলাতে পুলিশ এই ঘটনার নায়ক বলে বর্ণিত সংশিষ্ট হাসপাতালের ডাক্তার দিব্যেশ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমণ্ডলকে সাময়িকভাবে বরখাস্তেরও আদেশ দিয়েছেন। পুলিশী সূত্রে জানা যায়, ব্যারেজের কর্মী হরেন ঘোষের স্ত্রী ওই হাসপাতালের 'আইসোলেসন' বিভাগে ভর্ত্তি হন। রবিবার রাত্রে তাঁকে পরীক্ষা করার অছিলায় দিব্যেশ (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জেরক্স ঘর
পঃ বঙ্গ সরকার বহু কেরাণী নিচ্ছেন। ফর্ম এখানে পাবেন। যোগ্যতা মাধ্যমিক
যোগাযোগ : পণ্ডিত প্রেস : রঘুনাথগঞ্জ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই বৈশাখ বুধবার, ১৩৯২ সাল।

ফিরে দাও সে অরণ্য

বিংশ শতাব্দীর শেষের দশকে আমাদের সভ্যতার সুউচ্চ ভূমিতে উত্তরণ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করি। সভ্যতা কাহাকে বলে? ব্যাখ্যা করিতে হইলে বলিতেই হয় পাশবিক প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্বের ও দেবত্বের স্তরে উন্নয়নকেই সভ্যতা বলিয়া অভিহিত করা চলে। কিন্তু সভ্যতার উজ্জ্বল সূর্য্যালোককেও মাঝে মাঝে আদিম প্রবৃত্তির কৃষ্ণ মেঘে আবরিত করিয়া দিয়া ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিতেছে মানুষ পশুর স্তর হইতে এখনও উন্নত হইতে পারে নাই। কিছুদিন পূর্ব্বেই বহরমপুর হাসপাতালের সপ্তদশী কিশোরী রোগিণীর উপর যৌথ বলাৎকার সেই ঘটনারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। এই ঘটনায় শুধুমাত্র কিশোরীটিই ধর্ষিত হয় নাই, ধর্ষিত হইয়াছে মনুষ্যত্ব, মানবিক মূল্যবোধ, সমাজ চেতনা। হাসপাতালে যাঁহারা চাকরী করিতেছেন, তাঁহারা স্বভাবতই সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইবেন ইহাই আমাদের ধারণা। কিন্তু সেই সেবকবৃন্দ যদি অসহায় রোগিণীর প্রতি কামোন্মত্ত পশুর ন্যায় আচরণ করেন তবে তাহার অপেক্ষা আর কদাচরণ কি থাকিতে পারে? এই ঘটনার পর যাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া বিচার নিজেদের হস্তে লইয়া নারী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলকে নির্দ্দয় প্রহারে আহত করিয়াছেন তাহারাও সঠিক আচরণ করিয়াছেন বলিতে বাধে। যদিও ইহা সত্য যে উক্ত ঘটনার সংবাদ পাওয়ার পর ন্যায় অন্যায় বিচার বুদ্ধি রহিত হইয়া যাওয়াই স্বাভাবিক; তবুও সভ্য কোন মানুষ বিচার বুদ্ধি হারাইয়া কয়েকজন দুষ্কৃতকারীর দোষের বিচার করিতে দোষী নির্দ্দোষী নির্ব্বিশেষে যে কোন পুরুষ এমনকি নারীকেও নিগ্রহ করিবে ইহা কিন্তু কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। এই অমানবিক বিচার বুদ্ধিহীন গণবিক্ষোভকেও পাশবিক বৃত্তির বহিঃপ্রকাশ বলিয়াই আখ্যাত করা উচিত। বিচার করিতে বসিলে বিস্মিত হইয়া ভাবিতে হয় যে ভারতবর্ষে নারীর সম্মান রক্ষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সামাজিক কর্ত্তব্য কিছুই ছিল না, সেই ভারতবর্ষে নারী লাঞ্ছনা, নারী নিগ্রহ ও ধর্ষণের ঘটনা দিনদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তবুও আমরা গর্ব করিতেছি আমরা সভ্যতার সুউচ্চ স্তরে প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা বর্বরতারই নামান্তর ছিল। গভীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি আমাদিগকে ঈশ্বরে বিশ্বাস, স্বধর্মে অনুরাগ, দেব দ্বিজে ভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা, সমগ্র নারীসত্তাকে মাতৃবৎ সম্মান প্রদর্শনে শিক্ষা দেয়। কিন্তু বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার সংমিশ্রণে উদ্ভূত নবীন সভ্যতা আমাদিগকে শিখাইয়াছে প্রাচীন ঐ সকল গুণাবলী কাপুরুষের লক্ষণ। এবং মানসিক দিক হইতে আমাদিগকে দুর্বল করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা মাত্র। বর্ত্তমানে আমরা সভ্য ও শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় পরনিন্দায় তৎপর হইয়াছি, দুই এক টাকা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া যে কোন অন্যায় আমরা হাসি মুখে করিতে পারাকে বীরত্ব বলিয়া বোধ করি। ধর্ম দুর্বলের মনোবিকার বলিয়া মনে করিয়া আমরা ঈশ্বরকে কাল্পনিক বলিতে দ্বিধা করি না। ভগবান মন্দ করিবেন এই ভয় কাটিয়া যাওয়ায় আমরা অনায়াসে নির্দ্বিধায় দুর্বলের প্রতি অত্যাচার, পরস্বাপহরণ নারী জাতির অপমান, গুরুজনদের অবমাননা প্রভৃতি করিতেছি। আবার এই বীরপুরুষ আমরাই সবল ধনীর এবং রাজনৈতিক ভণ্ড নেতৃবৃন্দের কৃপা কটাক্ষ লাভের প্রত্যাশায় তাহাদের তোষামোদেও পরাঙ্মুখ নহি। স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমরা পারিনা এমন কোন কর্মই নাই। যে ভারতবাসী সত্য, ন্যায়, ধর্মের কারণে পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে দ্বিধা করিত না, সেই ভারতবাসী বর্ত্তমানে স্বার্থের দাস হইয়া ধর্মাধর্ম জলাঞ্জলি দিয়া যে কোন ন্যায়নীতি বিসর্জন দিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছে না। নারীজাতিকে মাতৃসমা না দেখিয়া নব্য সভ্যতা তাহাকে ভোগের সামগ্রী হিসাবে চিহ্নিত করিতেছে। হায়রে আধুনিক সভ্যতা, ইহার অপেক্ষা সেই প্রাচীন বর্বরতাও অনেক অনেক বাঞ্ছনীয়। কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে—'ফিরে দাও সে অরণ্য, লও এ নগর।'

তিক্তচোখে

বৈশাখের পড়ন্ত রৌদ্রে জনপথে দাঁড়িয়ে। চারিদিকে জীবনের চলমান মিছিল। স্থান এই মহকুমা শহর থেকে ত্রিশ কিলোমিটার ব্যবধানের এক জনপদ। দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন যানবিভ্রাটের শিকার হয়েছি। এক সরকারী গাড়ি দাঁড়িয়ে। চালক অপেক্ষারত তার প্রভু পত্নীর জন্য। আমার আবেদনে তার বিরসবদন। 'ঠাঁই নাই ঠাঁই'—এ ধরণের কাব্যিক উত্তর তার কাছে আশা করিনি। তবু মনে হল একরকম অবাঞ্ছিতের মত গাড়ির এক কোণে জুড়ে বসলাম। মনিবপত্নী ছেলেমেয়েদের হাত ধরে মুখে বিরক্তির মেঘ নিয়ে গাড়িতে চড়ে সকলকে যেন কৃতার্থ করলেন। আমি সে মুহূর্ত্তে ভাবছিলাম ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের কথা। আমলাতন্ত্রের কথা। রাজনৈতিক দলের অদল বদল হলেও আমলাতন্ত্র অপরিবর্তিত। একই ধারায় তাদের কাজের গতি প্রকৃতি বয়ে চলেছে। তাই সরকারী সম্পত্তি তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি। এ যেন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। তাই তারা মানবিকতাবোধ হারিয়ে ফেলেন। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। তাঁরা ভুলে যান জনগণের প্রদত্ত অর্থ ও শ্রম থেকে সরকারের ঐশ্বর্য্য রক্ষিত হচ্ছে। এ চিত্র পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র। সরকারী গাড়ি ছুটছে একদঙ্গল যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী অথবা আমলাদের পরিবারকে নিয়ে কোন পিকনিক স্পটে। কোন প্রেক্ষাগৃহে। অথবা কোন উৎসব অনুষ্ঠানে। কোন কোন আমলা সরকারী গাড়ি নিয়ে গঙ্গাস্নানেরও পুণ্য সঞ্চয় করে থাকেন। অফিস থেকে যাঁদের বাড়ি এক কিলোমিটার অথবা আধ কিলোমিটারের ব্যবধানে—তাঁরাও সরকারী গাড়ি হাঁকিয়ে বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজন অথবা চা পান করে যান। যতবার খুশী। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে অর্থ খরচের প্রতি সতর্ক নির্দ্দেশনামা জারি করেছেন। এবারের বাজেটে পেট্রোলের দামও বেড়েছে। আমার মনে হয় সরকারী আমলারা অর্থসংক্রান্ত এই নির্দ্দেশনামাটির প্রতি বৃদ্ধ দুষ্ঠ প্রদর্শন করে ভাবছেন—লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। তাই চলছে সরকারী গাড়ির যথেচ্ছ ব্যবহার। তবে আমার জানা নাই এইসব সরকারী আমলাদের নিয়োগপত্রে সরকারী গাড়ি যথেচ্ছ ব্যবহারের নির্দ্দেশ দেওয়া আছে কিনা। অবশ্য এমন বিবেকসম্পন্ন সৎ সরকারী কর্মচারীও আছেন যাঁরা অফিসের প্রয়োজন ভিন্ন গাড়ি ব্যবহার করেন না। তাঁরাই পশ্চিমবঙ্গের শোষিত অবহেলিত—সমস্ত শ্রেণীর মানুষের প্রকৃত শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন। এঁরা আছেন বলেই সরকারী অফিসগুলি এখনও অচলায়তন হয়ে পড়েনি।

মণি সেন

অশ্বারোহী ভিখারী

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন দুয়ারে এক মহিলা হাত পেতে দাঁড়ালো—কিছু ভিক্ষা দিন বলে। কর্মরত চোখ দুটো তুলেই চমকে উঠলাম—সেই মহিলার পশ্চাতে একটি সবল সুস্থ ঘোড়ার পিঠে চড়ে একটি যুবকও সুরে সুর মিলিয়ে হাত বাড়িয়েছে—কিছু দান করুন, ভগবান মঙ্গল করবেন। অশ্বারোহী ভিখারী দেখেই মনটা বিগড়ে গেলো—ভিক্ষা না দিয়ে বিদায় দিলাম। তারা চলে গেল দুঃখিত হয়েই। বন্ধুবান্ধব যারা ছিল তারা ঠাট্টার সুরে বলে উঠলো—বাপরে এযে দেখছি গরীবের ঘোড়া রোগ। আর একজন আরো জোর ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললো—"ঘরেতে খাবার নাই, ঘোড়ায় চড়ে পায়খানা যায়।"

যাদের সম্বন্ধে এত কটূক্তি, এত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ তারা কিন্তু অনেক দূরে ততক্ষণে—অন্যের দুয়ারে দুয়ারে হাত পেতে এগিয়ে চলেছে। দৃশ্যটা নূতন ঠিকই। কিন্তু তবুও ব্যঙ্গ করতে বা রঙ্গ কথায় যোগ দিতে মন চাইলো না। মনে হলো কোথায় যেন একটা ভুল হচ্ছে। অভ্যস্ত দৃশ্য না হওয়াই হয়তো মনে সর্বপ্রথম রঙ্গ করার, ব্যঙ্গ করার প্রবৃত্তি জেগে উঠেছে। কিন্তু যখনই গভীর ভাবে চিন্তা করতে গেলাম তখনই মনে হলো অন্যটাও তো হতে পারে? ভিক্ষুক দম্পত্তির চেহারায় আভিজাত্য না থাকলেও একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাপ রয়েছে। হয়তো মাস কয়েক আগেও ওদের ঘরে কিছু অভাব থাকলেও একবেলা খাওয়া জুটতো। দু'এক বিঘে জমিও ছিল। চাষের ফসল নিয়ে হাটে বাজারে বিক্রি করতে সাহায্য করেছে ঐ গৃহপালিত অশ্বটি। (৩য় পৃষ্ঠায়)

আন্দোলনে নামলেন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১ এপ্রিল থেকে এক-মাসের জন্য বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে জেলা ও মহকুমার তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিকরা নিয়ম মাফিক কাজ করার আন্দোলনে নেমেছেন। বেতনহার সংশোধন, সঠিক পদমর্যাদা ও যোগ্যতানুযায়ী প্রমোশনের সুযোগ প্রভৃতি দাবীগুলিকে মোটেই অযৌক্তিক বলা যায় না। বর্ত্তমানে পূর্ব্বের তুলনায় এঁদের দায় দায়িত্ব বেড়েছে। কেননা তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিভাগের সাথে পুরাতত্ব বিভাগ ও রবীন্দ্র ভবনগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও তাঁদের উপর বর্ত্তেছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে সেই বাড়তি দায়িত্ব পালনের জন্য বেতন হারের কোন পরিবর্ত্তন আজও হয়নি। দীর্ঘদিনের এই উপেক্ষায় তথ্য আধিকারিকরা বাধ্য হয়েছেন আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে। সাধারণ মানুষের সহানুভূতি স্বভাবতই তাঁদের প্রতি রয়েছে এবং তাঁদের দাবীর সন্তোষজনক মীমাংসা সকলেই আশা করেন।

অশ্বারোহী ভিখারী

(২য় পৃষ্ঠার পর) পুত্রকন্যা কেউ হয়তো ওদের সংসারের শোভাবর্দ্ধন করেনি। ফলে পালিত অশ্বটিই ওদের সন্তানের স্থান গ্রহণ করেছে ; ওদের স্নেহ ভালবাসা উজার করে দিয়েছে অশ্বটিকেই। তারপর সেই জমিটুকু, ঐ সামান্য আশ্রয় স্থলটুকু গ্রাস করেছে গ্রামের বিত্তশালী কোন মহাজন। তাদের শেষ আশ্রয় টুকু থেকে তাদিকে বহিষ্কার করে পথে নামিয়েছে, তারা ভিখারী হতে বাধ্য হয়েছে। নিজেদের দৈনন্দিন খাদ্য জোটে না ভিক্ষায়, কিন্তু সন্তানস্বরূপ অশ্বটিকে বিক্রয় করে সন্তান বিক্রয়ের অর্থে পেট ভরাতে পারেনি ঐ দম্পতি। তাই নিজেরা ভিক্ষে করে যা পায় তারই অংশ দিয়ে আর অফুরন্ত স্নেহ মমতা দিয়ে প্রাণ রক্ষা করে চলেছে সন্তান স্বরূপ প্রিয় অশ্বটির। যে দেশে পেটের দায়ে মা শিশু বিক্রয় করে, পতি পত্নী ত্যাগ করে চলে যায়, সে দেশে প্রিয় পালিত পশুর দায়িত্ব নিয়ে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিজের, স্বপত্নীর শুধু নয়, পালিত একটি পশুকে সন্তানবৎ পালন করার দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই স্বর্গীয়। আমাদের ব্যঙ্গাত্মক বাণীগুলো এখন যেন আমাদিকেই ব্যঙ্গ করতে লাগলো —মানুষ দেখতে পাওনা, তাই মানুষ দেখে চমকে উঠছো, ব্যঙ্গ করছো। ওরা মানুষ নয় দেবতা ; ব্যঙ্গ নয় প্রশংসা ওদের প্রাপ্য।

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৩ই মে, ১৯৮৫
মোকদ্দমা নং ৪/৮১ অস্থ জারি
ডিঃ মস্তাক সেখ দিং
দেঃ সরলাবালা বর্ম্মণ্যা
ওয়ারেশ ৺রঘুনাথ সিংহ
দাবি ৬৫৫৫,০০ থানা রঘুনাথগঞ্জ
মৌজে তেঘরী মধ্যে জমা ১
আঃ মূল্য ৫০ খং নং ৪৭৪
রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

*

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৩ই মে, ১৯৮৫
মোকাদ্দমা নং ২/৮১ অস্থ জারি
ডিঃ গিয়াস সেখ দিং
দেঃ সরলাসুন্দরী বর্ম্মণ্যা
ওয়ারেশ মৃত রঘুনাথ সিংহ
দাবি ১৮৯,০০ থানা রঘুনাথগঞ্জ
মৌজে শ্রীকান্তবাটী ১·৭৬ শতক
জমির কাত ৪ ৫০ পঃ আঃ মূল্য ৫০০
খং নং ৪২৫ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

পাকাবাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা পল্লীর ডায়মণ্ড ক্লাবের সম্মুখে সদর রাস্তার উপর পৌনে তিনকাঠা জায়গায় একটি বাসোপযোগী বাড়ী এবং বাড়ী লাগা ছয় কাঠা জায়গা বিক্রয় হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা—
পল্লব মুখার্জী
ফাঁসিতলা, রঘুনাথগঞ্জ

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৮

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে
সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রকার বস্ত্রের
বিপুল সমাবেশ—
ধন্নালাল
মোহনলাল জৈন
জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা কম মূল্যে সবরকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ ॥ ফোন : ধুলিয়ান ৫

ন্যাশনাল থারমাল পাওয়ার করপোরেশন লিঃ

(ভারত সরকারের উদ্যোগ)

ফরাক্কা সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট
পোঃ নবারুণ, জিলা মুর্শিদাবাদ
পিন কোড : ৭৪২২৩৬

দর্জির কাজের ঠিকা

টেণ্ডার আহ্বায়ক নোটিশ নং—এফ এস : ৪২ :
সি এস : ৫৬২/টি-২৩/৮৫

ফরাক্কা সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্টে "শীতকালীন পোষাক সেলাইয়ের জন্য" প্রকৃত অভিজ্ঞ, আর্থিক সঙ্গতি-সম্পন্ন এবং প্রখ্যাত দর্জিদের নিকট হইতে সীলকরা খামে টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। ১৯৮৫ সালের জন্য আনুমানিক ৭০০ সেট (কোট ও প্যান্ট) ও ১৯৮৬ সালের জন্য আনুমানিক ৮০০ সেট সেলাই করিতে হইবে। ইচ্ছুক দর্জিগণকে বৈধ আয়কর ও বিক্রয়কর প্রমাণপত্র দেখাইয়া নগদ ২৫ (পঁচিশ টাকা) মূল্যে টেণ্ডার পেপার নিম্নোক্ত ডেপুটি ম্যানেজার (কনট্রাক্টস্) এর কার্যালয় হইতে উল্লিখিত দিনে কার্যকালের কাজের সময়ে সংগ্রহ করিতে হইবে। ডাকযোগে পাইতে ইচ্ছুক ঠিকাদারগণকে অতিরিক্ত ২০ (কুড়ি টাকা) ডাক মাশুল এন, টি, পি, সি লিমিটেড পোঃ খেজুরিয়াঘাট, জিলা মালদহ এর অনুকূলে প্রদত্ত করিতে হইবে।

টেণ্ডার পেপার ২০-৪-৮৫ হইতে ৬-৫-৮৫ সকাল ৯টা হইতে ১২টা এবং দুপুর ২-৩০ মিঃ হইতে বিকাল ৪টা পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে। সীলকরা টেণ্ডার কাগজ ৮-৫-৮৫ তারিখে সকাল ১১-০০ মিঃ পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে। এবং একই দিনে উপস্থিত টেণ্ডারদাতাগণের সমক্ষে খোলা হইবে।

বায়না জমার পরিমাণ : ১,৪০০, (এক হাজার চারশত টাকা) মাত্র।

এস, চ্যাটার্জী
ডেপুটি ম্যানেজার (কনট্রাক্টস্)
এন, টি, পি, সি/এফ, এস টি, পি পি
১০-৪-৮৫ জিলা : মুর্শিদাবাদ

এজেন্ট হাতে নাতে ধৃত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আছে। তাঁর বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে চিনিতে কুইন্টাল প্রতি তিন টাকা বাড়তি নেওয়া, মাল কাঁটা করার জন্য দশ পয়সা, কেরোসিন পরিমাণে কম দেওয়া এবং অমানবিক আচরণ ইত্যাদি ছিল। সমস্ত অভিযোগ তিনি অকপটে লিখিত ভাবে স্বীকার করেছেন বলে খবর। তদন্তকারী অফিসার উক্ত এজেন্টের যাবতীয় খাতা ও রেজিষ্টার সিজ করে নিয়ে গিয়েছেন। অপর এক সংবাদে জানা গেছে, ধুলিয়ানের কেরোসিন তেলের এজেন্টরাও অনুরূপভাবে পরিমাপে কেরোসিন কম দিয়ে আসছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

কৃষি অধিকর্তা ঘেরাও

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যা বীজের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য। অথচ বিভিন্ন খাতে হাজার হাজার টাকা খরচ দেখানো হচ্ছে। ৭৫ বিঘা জমি ঠিকভাবে নিয়মিত চাষ আবাদ করলে সারা বৎসর প্রায় ২৫/৩০ জন শ্রমিক কাজ পেতে পারেন। কিন্তু মাঝে মধ্যে ১—১০ জনের বেশী শ্রমিক কাজ পাননা। ঐ দিন সুপরিকল্পিতভাবে জেলা মুখ্য কৃষি আধিকারীক অনুপস্থিত ছিলেন এবং সুতী-২ ফার্মের ম্যানেজারকে ছুটিতে পাঠানো হয়েছিল। যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা দুর্নীতি পরায়ণ অফিসারদের চক্রান্তে প্ররোচিত হয়ে শ্রমিকদের অভিযোগ শুনতে অস্বীকার ও অমানবিক আচরণ করলে বাধ্য হয়ে শ্রমিকরা অধিকর্তাকে দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখেন। সমসেরগঞ্জ ব্লক কৃষি অফিসের সহকারী এ ই ও তথা কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতার তৎপরতায় যুগ্ম কৃষি অধিকর্তাকে ঘেরাও মুক্ত করার জন্য সামসেরগঞ্জ থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশের উপস্থিতিতে ক্ষুব্ধ শ্রমিকগণ বিক্ষোভে সোচ্চার হন। সন্ধ্যে ৬টার সময় যুগ্ম অধিকর্তা লিখিতভাবে সমস্যাগুলি সমাধানের আশ্বাস দিলে তাঁকে ঘেরাও মুক্ত করা হয়।

ডাক্তার গ্রেপ্তার, বরখাস্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মহিলাটির শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন। মহিলাটি প্রতিবাদ করেন। আশপাশ থেকে অন্যান্য রোগিনীরাও ছুটে আসেন। ডাক্তারবাবুর এই কাণ্ড-কারখানায় তারাও হতবাক হয়ে যান। দ্রুত খবর ছড়িয়ে পড়ে ব্যারেজ এলাকায়। পলাশী গ্রাম থেকে খবর পেয়ে ছুটে আসেন মহিলাটির স্বামী হরেনবাবুও। এই সময় উত্তেজিত জনতার হাতে ডাক্তারবাবুও লাঞ্ছিত হন। থানা থেকে পুলিশ ছুটে গিয়ে জনতার হাত থেকে ডাক্তারবাবুকে উদ্ধার ও গ্রেপ্তার করে। পুলিশ ডাক্তারের বিরুদ্ধে ৩৫৪ ধারার একটি মামলা রুজু করেছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ডাক্তারবাবুকে বরখাস্ত করা হয়েছে পরদিনই। এদিকে পুলিশ ও ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ ডাক্তার দিব্যেন্দু মণ্ডলের বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি অভিযোগ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন। বছর খানেক আগে দিব্যেন্দুর স্ত্রী আগুনে পুড়ে মারা যান। অনেকের মনেই এই মৃত্যু এখনও সন্দেহজনক বলে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। এছাড়াও দিব্যেন্দুর তপশীল সার্টিফিকেটটি সন্দেহজনক বলে মনে করা হচ্ছে। তিনি আদপেই তপশীল না হয়েও এই সার্টিফিকেট কিভাবে পেলেন তা নিয়ে তদন্ত চলছে। দিব্যেন্দুর চাকরি এই সার্টিফিকেটের জোরেই।

ব্যবহার করুন

সি.আর.দাশের

রাঙ্গাজবা

মুক্তিক টুথ পাউডার

ঘসুন নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে

মুক্তিক টুথ পাউডার

মুক্ত ছড়ানো হাসি, মুক্তিক ভালবাসি!

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

এ সি সি

আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেন্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেন্ট ক্রয় করিবেন না।

নকল সিমেন্ট হইতে সতর্ক থাকুন!

ষ্টকিষ্ট : দীপককুমার আরুকিয়া

রঘুনাথগঞ্জ

C/o পাতিয়া আগরওয়ালা

ফোন : রঘু ৩৩

জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্যব্যবহারের জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অরুণ পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।